শরয়ী লিবাস

শরয়ী লিবাস

মূল

ফকীহুল আস্‌র

মুফতি রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ.

অনুবাদ

ওয়ালী উল্লাহ নোমানী

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২,০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫
Email : m.ettihad@gmail.com
www.facebook.com/EttihadProkashan

বই	শরীয় লিবাস
মূল	মুফতি রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ.
অনুবাদ	ওয়ালী উল্লাহ নোমানী
বানানসংশোধন	আহসান ইলিয়াস
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
পরিবেশক	বাংলার প্রকাশন
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ
প্রকাশকাল	জানুয়ারি ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
মূল্য	১০০ (একশত) টাকা মাত্র

আল ইহদা

ফকীহুল আসর
রহিমাহুল্লাহর সাহচর্যধন্য
মুহতারাম মুফতি
মুহাম্মাদ শহিদুল্লাহ
হাফিজাহুল্লাহর
দস্তমুবারকে।

ভূমিকা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، أَمَّا بَعْدُ ...

কিছু কারণে আমার ফকীহুল আসর মুফতি রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ.-এর আলোচনা ভালো লাগে। যেমন : তিনি রেফারেন্স দিয়ে কথা বলেন। উর্দু ফাতওয়ার কিতাবসমূহের মধ্যে তাঁর 'আহসানুল ফাতাওয়া' এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, প্রতিটি ফতোয়ার সাথে তিনি শরয়ী নস যুক্ত করেছেন; তা কুরআনের আয়াত হোক বা রাসুলের হাদিস, কিংবা হোক গ্রহণযোগ্য কিতাবের ফিকহী মাসায়েল। দলিল বুঝা পাবলিকের কাজ নয়, এটা সত্য। কারণ, তা হলে তো সে আর পাকলিক থাকতো না। এ কারণেই আমাদের আকাবের ও আসলাফ দলিল যুক্ত করার প্রতি এতো গুরুত্বারোপ করেননি।

তবে এটাও সত্য যে, মানুষের রুচি ও অনুভূতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান সময়ের মানুষ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও দলিল শুনতে চায়। রেফারেন্স কী, তা জানতে চায়। বুঝে না, তারপরো শুনলে আস্থা পায়। তা ছাড়া এই রেফারেন্সগুলো শিক্ষানবীস মুফতি এবং ফিকহ ও ফাতওয়ার কাজে নিয়োজিত মুফতিদের জন্য সহায়ক হয়। তাই ফকীহুল আসর রহ.-এর 'আহসানুল ফাতাওয়া' যুগের মানুষের রুচি উপযোগী এবং মানুষের এই পরিবর্তিত চাহিদার কারণেই পরবর্তী ফাতওয়ার কিতাবগুলোতে 'নুসুস' উল্লেখ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পুরাতন ফাতাওয়ার কিতাবগুলোও 'তাখরীজ' করা হয়েছে এবং হচ্ছে। মানুষের এই পরিবর্তিত রুচিবোধকে যারা গ্রাহ্য করেছেন, তাদের মাঝে তিনি অন্যতম।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, তিনি রেওয়াজ ভাঙতে পারতেন এবং সাহসের সাথে সত্য উচ্চারণ করার মনোবল তার ছিল। যেমন : পাঞ্জেগানা নামায-পরবর্তী প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাত। উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষ; বরং প্রায় সকলে যেখানে এই প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে; তিনি তাকে বিদআত বলেছেন এবং সাহসের সাথে সত্য উচ্চারণ করেছেন। এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, যা

তাঁর আহসানুল ফাতাওয়ায় স্থান পেয়েছে। বয়ান, প্রবন্ধ ও ফাতওয়া, সকল ক্ষেত্রেই তিনি এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন। পাঠক অনূদিত 'শরয়ী লিবাসে'ও এর ছাপ দেখবেন, ইনশাআল্লাহ।

'শরয়ী লিবাস' মূলত তাঁর একটি বয়ানসংকলন। এতে শরয়ী জামা, পাজামা, পাগড়ি ও এর আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এসেছে। পোশাকসংক্রান্ত সব বিষয় এতে আসেনি। তিনি মূলত পোশাক-পরিচ্ছদসহ যেসকল বিষয়কে বর্তমানে হালকাভাবে দেখার প্রবণতা শুরু হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে আমাদের দেড় হাজার বছর আগে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সুন্নাতে আদইয়া/যায়েদার নামে কিছু বিষয়কে অগ্রাহ্য করার যে মানসিকতা বিরাজ করছে, তিনি তা পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। বলেতে চেয়েছেন 'হোক-না তা অভ্যাসগত সুন্নাত, তবু অভ্যাসটা তো রাসুলের। তা গ্রহণ করা নবী প্রেমেরই অংশ। নবীর অভ্যাস যেকোনো মানুষের অভ্যাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের তাঁর অনুসারী হওয়া উচিত। আর বিজাতি-প্রীতি আমাদের ধ্বংসের মূল। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের রীতি-নীতি এড়িয়ে চলা উচিত। হোক-না তা খুবই সামান্য বিষয়।'

ফকীহুল আসর মুফতি রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ. জামার কফ-কলার পরিহার করার কথা বলেছেন। এর বিপরীতে হয়তো কেউ জায়েয-নাজায়েযের প্রসঙ্গ তুলবেন। তিনিও নাজায়েয় বলেননি। বলতে চেয়েছেন, আমাদের আকাবির-আসলাফের মাঝে এসবের ব্যবহার ছিল না। এসব বিজাতিদের থেকে আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। এরপর তা ব্যাপকতা লাভ করেছে। মাসআলা হিসাবে হয়তো এসবের ব্যবহার নাজায়েয নয়; তবে এসব পরিহার করে আকাবিরের অনুসরণে সাদাসিধে পোশাক পরিধান করাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। সুফলদায়ক। এবং নিরাপদ।

কারণ জায়েযের ওপর আমল করার মানসিকতা আমাদের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, এখন আমরা পোশাক পরিধান করি; কিন্তু তাতে সতর ঢাকে না। অথচ পোশাকের মূল মাকসাদই হলো সতর ঢাকা। সতর ঢাকা ছাড়া নামাযও শুদ্ধ হয় না। দেখতে দৃষ্টিকটু লাগে। এমনকি পরিহিত পোশাকের কারণে নিজেরই সংকোচ লাগে। তবু পরি। কারণ আমার মানসিকতা জায়েযের ওপর আমল করা। অথচ সুন্নাতের ওপর আমল করা ও আকাবিরের অনুসরণের ফায়েদা অনেক। যেমন, সতর ঢাকলে সওয়াব হয়। এবং নিঃসংকোচ থাকা যায়।

যা হোক, পুস্তিকাটি কলেবরে খুব ছোট। পোশাক সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ নয়। তবে অধ্যয়নের পর আমার মনে হয়েছে বিষয়গুলো আমাদের জানা দরকার। এসব বিষয়ের আলোচনা হওয়া দরকার। তাই ছোট ছেলে হাফেজ ওয়ালী উল্লাহকে অনুবাদ করার জন্য বলেছিলাম। মা-শা-আল্লাহ, সে পাঠক উপযোগী সাবলীল অনুবাদ করতে সামর্থ্য হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কিছু টীকাও সংযোজন করেছে। সবমিলিয়ে আশা করি পাঠক উপকৃত হবেন। আল্লাহ তাকে দীনের খাদেম হিসাবে কবুল করুন। জায়েযের গণ্ডি ছিন্ন করে জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সুন্নাতের ওপর আমল করা ও খাইরুল কুরুনের অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমিন।

অধম মোস্তফা নোমানী
দিবা মাইঠা চৌমুহনী, বরগুনা সদর, বরগুনা।
২৭ রবিউস সানি ৪১
২৪ ডিসেম্বর ২০২০

অনুবাদকের জবানবন্দি

الْحَمْدُ لِأَهْلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَهْلِهَا، أَمَّابَعْدُ ...

মূল লেখকের ভাব-বক্তব্য সমুন্নত রেখে সহজ এবং সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা একজন অনুবাদকের প্রধান দায়িত্ব। এটি খুব একটা সহজ কাজ নয়। মৌলিক রচনার মতোই অনেকটা দুরূহ ব্যাপার। ফকীহুল আসর মুফতি রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী রহ.-এর লেখার সঙ্গে যাদের যৎসামান্য পরিচয় আছে, তাদের পক্ষে খুব সহজেই অনুমান করা সম্ভব, তাঁর বইয়ের অনুবাদ কতটা কষ্টসাধ্য। অন্যদের নিকট সহজ হলেও আমার মতো অযোগ্যের পক্ষে দুঃসাধ্যই বটে। তবু নিজের অযোগ্যতার দেয়াল ডিঙিয়ে, ওয়ালিদে মুহতারাম দা.বা.-এর নির্দেশ তামিলের লক্ষ্যে আত্মবিশ্বাস এবং অটুট মনোবলকে পুঁজি করে ভাষান্তরের কাজ শুরু করেছিলাম। আল্লাহর ফজলে শেষও করেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

অনূদিত ছাইপাশ অক্ষরগুলোকে নির্ভুল এবং পাঠোপযোগী যে কজন ভালো মানুষ নিঃস্বার্থ শ্রম দিয়েছেন, তাদের মধ্যে বন্ধুবর আব্দুল্লাহ আল মুনীর, হাবীব আনওয়ার ও মুফতি উসমান গনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নাম উল্লেখ করতে পেরে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে হচ্ছে। আর যে প্রিয় মানুষটি তাঁর পাহাড়সম ব্যস্ততা পাশে ঠেলে বইটি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করে বইটি প্রকাশের উপযোগী করেছেন, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় সহোদর মুফতি রুহুল্লাহ নোমানী হাফিজাহুল্লাহ। আমার প্রতি তাঁর অবদান দু'চার বাক্যে লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।

বইয়ে কোনো ভুল নেই, এ কথা দাবি করা নিতান্ত বোকামি। চৌকস পাঠক তাঁর সমালোচনায় বিদ্ধ করে আমাকে শোধরানোর সুযোগ করে দিবেন বলে আশা করছি। আল্লাহ সবার সৎ উদ্দেশ্য পূরণ করুক। আমিন।

নিবেদক
ওয়ালী উল্লাহ নোমানী

সূচিপত্র

নবীযুগের পোশাক ১৬
মুমিন ও মুশরিকের পার্থক্য :
টুপির ওপর পাগড়ি ২৪
লিবাসের প্রকারভেদ ২৬
সুন্নাতের প্রকারভেদ ২৯
বেশরা পাজামা ৩২
জামা সুবিধাজনক ও স্বস্তিদায়ক ৪১
পাগড়ির ফযিলত ৪৪
আমার আমল ৪৬
পাগড়ির রং ৫৭
আকাবেরে দেওবন্দের ইলমী মাকাম ৫৯
পাগড়ির শামলাহ্ ৬২
পোশাক নির্বাচনে স্বভাবগত
চাহিদার বিবেচনা ৬৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّأَتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . أَمَّا بَعْدُ، فَـأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ،

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.[১]

[১]. সুরা আরাফ (৭) : ২৬।

ما ہیچ نداریم و غم ہیچ نداریم ۞ دستار نداریم و غم پیچ نداریم۔
تجھے اے شیخ فکر جبہ و دستار ہو جانا ۞ ہے ہستی کا جامہ اور سر بھی بار جانا۔

আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় শরয়ী লিবাস, ইসলামি পোশাক। আমরা ইসলামি শরিয়তের আলোকে পোশাক-পরিচ্ছদের বিধান সম্পর্কে এখানে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

নবীযুগের পোশাক

লুঙ্গি : নবী করীম সা. ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে পাজামার প্রচলন ছিল না। তারা টাখনু থেকে প্রায় অর্ধহাত উপরে লুঙ্গি পরিধান করতেন।[২]

---

[২]. **রাসুল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের লুঙ্গি পরিধানের পদ্ধতি**

সাহল ইবনে সাদ রা. বর্ণনা করেন, এক মহিলা একটি ডোরাকাটা চাদর নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এই চাদরটি আমি নিজ হাতে আপনার জন্য তৈরী করেছি। সে সময় হুজুরে আকদাস ﷺ-র চাদরের প্রয়োজন থাকায় তিনি তা গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি চাদরটি লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে বাইরে চলে গেলেন। [বুখারী] ==

জামা : তদানীন্তনকালে জামা পরিধানের প্রচলন ছিল, তবে তারা জামার পরিবর্তে চাদর ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দবোধ

==এই হাদিস দ্বারা লুঙ্গি সুন্নাত হওয়া প্রমাণিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর লুঙ্গি পরিধানের কথাও একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তবে রাসুল সা. ও সাহাবাযুগের লুঙ্গিগুলো সেলাই বিহীন হতো। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম রা. সবসময় নাভী ঢেকে লুঙ্গি বাঁধতেন। আর তা নিচের দিকে ঝোলাতেন- পায়ের গোছার গোশতপূর্ণ মোটা অংশ পর্যন্ত। সুতরাং সহজভাবে বললে হাঁটুর চার আঙ্গুল নিচ থেকে নিয়ে আট আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানে লুঙ্গি পরা সুন্নাত। পাজামা, জামা, জুব্বার ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

যদি কেউ নিসফে সাকের (পায়ের গোছার মধ্যবর্তী স্থান) উপরে এমনভাবে লুঙ্গি পরে যে, হাঁটুর উপরে উঠে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তাহলে তা যদিও জায়েয, তবে তাতে কোন সওয়াব নেই। নিসফে সাক (মধ্য গোছা) থেকে নিয়ে টাখনুর উপর পর্যন্ত পরা জায়েয। কিন্তু টাখনুর নীচে লুঙ্গি, পাজামা, জামা, প্যান্ট প্রভৃতি পরা কোনোভাবেই জায়েয নেই। বরং এ ব্যপারে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার ঘোষণা রয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ "

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিনের লুঙ্গি পায়ের গোছার গোশতপূর্ণ অংশ পর্যন্ত থাকবে। এর নিচে গেলে পায়ের গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত। এর নিচে গেলে টাখনু পর্যন্ত। এর নিচে গেলে আবৃত অংশ জাহান্নামে যাবে। [মুসনাদে আহমাদ : ৭৮৫৭]

করতেন। দেহের নিম্নভাগে লুঙ্গি আর উপরিভাগে চাদর। ব্যস, এ পর্যন্তই। তাঁদের পূর্ণ পরিধেয় বস্ত্র দু'চাদরেই সীমাবদ্ধ থাকতো। আর এতে অপচয়েরও তেমন আশংকা ছিল না; বরং উভয় চাদর একই বর্ণের হতো। আর এ-ধরনের পোশাককে হুল্লাহ (জোড়া পোশাক) বলা হয়, যা আরব-সমাজে দামি পোশাক হিসেবে গণ্য করা হতো।

কেউ এক বর্ণের দু'টি চাদর পরিধান করলে লোকেরা তাকে সমীহ করতো। বলাবলি করত, আজ অমুকে হুল্লাহ পরেছে। নিচে লুঙ্গি আর উপরে একই বর্ণের চাদর। ব্যস, এতটুকুই। চাদর ব্যতীত শুধু জামা পরিধানেরও প্রচলন ছিল।[৩] তবে তাতে কফ ইত্যাদি থাকত না।

---

[৩]. **রাসুল ﷺ-এর প্রিয় পোশাক**

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ

উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় পোশাক ছিলো জামা। *–শামায়েলে তিরমিযী : ৫৫৩, আবু দাউদ : ৪০২৫, সুনানে তিরমিযী :* ১৭৬২==

কফ, কলার এসব অভিশাপ ইংরেজদের মাধ্যমে আগমন করেছে।[৪] নবী-সাহাবিদের জামায় কফ, কলার এসবের

==রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জামা সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ-

لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لِلْأَعْضاءِ وَلَابِسُهُ أَكْثَرُ تَوَاضُعًا.

(লুঙ্গি এবং চাদরের তুলনায়) জামা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢাকতে বেশী সহায়ক এবং (অন্য পোষাকের তুলনায়) জামা পরিধানে বিনয় বেশী প্রকাশ পায়। –*জামউল অসায়েল, পৃষ্ঠা-২০৭*

জামার দৈর্ঘের বিধান লুঙ্গির পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। হাদিসেও এ ব্যপারে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন...

عن عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِزَارِ، فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিধি-বিধান লুঙ্গি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো জামার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। –*সুনানে আবূ দাউদ, হাদিছ : ৪০৯৫*

[৪]. **জামার কফ-কলারের বিধান**

কফ-কলার ইংরেজদের আবিষ্কার হলেও বর্তমানে তা এমনভাবে ব্যপকতা লাভ করেছে যে, তা এখন আর বিজাতীয় রীতি বলে মনে হয়না। আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. তাঁর তাকরীরে তিরমিযীতে এমনটাই বলেছেন। –*তাকরীরে তিরমিযী, ২ : ৩৬২*

তাছাড়া কলার দুই প্রকার : ফুল কলার, যা শার্টে ব্যবহার করা হয়। হাফ কলার, যা শেরওয়ানী, জুব্বা, ফতুয়া প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ইংরেজদের সাদৃশ্যতা থেকে বাঁচতে শার্টের ব্যবহৃত কলার অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ==

কোনো স্থান ছিল না। আর দৈর্ঘও প্রায় অর্ধনলী পর্যন্ত প্রলম্বিত হতো।

জুতা : ফিতা অথবা বেল্টবিশিষ্ট জুতার প্রচলন ছিল না। তাঁরা চপ্পল ব্যবহার করতো। তাও খোলামেলা ও প্রশস্ত।

==গ্রহণযোগ্য মতানুসারে জামার হাতায় কফ ব্যবহারের বিষয়টি হাদিসে নববীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তবে তিনি কোথাও গেলে সংকীর্ণ হাতা বিশিষ্ট জামা পরিধান করতেন। সহীহ বুখারীতে মুগীরা ইবনে শুবা রা. থেকে বর্ণিত...

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً، ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ "

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফরের অবস্থায়) সংকীর্ণ হাতা বিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করে অজু করেছেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুব্বার নিচ থেকে হাত বের করে অজু করেছেন এবং মাথা ও মোজা মাছেহ করেছেন। –*সুনানে তিরমিযী, হাদিস :* ১৭৬৮

যাদুল মাআদ এর মধ্যে উল্লেখ আছে-

وَلَبِسَ فِي السَّفَرِ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে সংকীর্ণ হাতাবিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করেছেন। –*যাদুল মাআদ, খণ্ড :* ১, *পৃষ্ঠা :* ১৩২

আর আমরা জানি, কফবিশিষ্ট হাতায় বোতাম লাগানোর দ্বারা তা সংকীর্ণ হয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে কফবিশিষ্ট হাতা ব্যবহার করেন।

শুধু দুটি পট্টি থাকতো। আর পায়ের বাকি অংশ থাকতো উন্মুক্ত।[৫]

পাগড়ি : তাঁরা টুপির উপর পাগড়ি বাঁধতেন।[৬] আর টুপি মাথার সঙ্গে মিলিয়ে থাকতো। উপরে উঠে থাকতো না।

---

[৫]. **রাসুল সা.-এর জুতা**

عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ

রাসুল সা. দুই ফিতাবিশিষ্ট জুতা পরিধান করতেন। সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় এক ফিতার কথাও উল্লেখ রয়েছে। *–সহীহ বুখারী, হাদিস : ৫৮৫৭*

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ، فَقَالَتْ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে নারী পুরুষের জুতা পরিধান করে তার হুকুম কী? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের আকৃতি ধারণকারী মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন। *–সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪০৯৯*

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ

জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জিহাদের সফরে আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, তোমরা অধিক পরিমাণে জুতা পরিধান করো। কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা পরে থাকে, ততক্ষণ সে আরোহী থাকে। *–সহীহ মুসলিম, হাদিস : ২০৯৬*

[৬]. **রাসুল সা.-এর পাগড়ি ==**

==عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

আমর ইবনে হারিস (রা.) স্বয়ং তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে লোকজনের উদ্দেশ্যে খোৎবা দিলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারকের উপর কালো পাগড়ি ছিলো। *–সহীহ মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩১, হাদিস : ১৩৫৯*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারকের উপর কালো পাগড়ি ছিলো। *–সহীহ মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩১, হাদিস : ১৩৫৮*

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ

হুরাইস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য যেন আজও আমার সামনে, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং তাঁর মাথা মোবারকের উপর কালো পাগড়ি ছিলো এবং পাগড়ির উভয় প্রান্ত পিছনে দু' কাঁধের মাঝখানে ঝুলানো ছিলো। *–সহীহ মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪০, হাদিস : ১৩৫৯/৪৫৩==*

অনেক টুপি এমন– যা মাথার তালু স্পর্শ করে না। উপরে উঠে থাকে। কিন্তু রাসুলে আকরাম সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রা.'দের টুপি এ-ধরনের ছিল না; বরং মাথার সঙ্গে লেগে থাকতো। তার উপরে পাগড়ি পরিধান করতো।[৭]

==বর্ণিত হাদিসত্রয় দ্বারা অনেকের মনে হতে পারে, কালো পাগড়িই বুঝি হুজুর আকরাম সা. অধিক পছন্দ করতেন। এবং এই রংয়ের পাগড়িই পরিধান করতেন। তাহলে আমাদের সমাজে সাদা পাগড়ির প্রতি এত গুরুত্বারোপ করা হয় কেন?

এ সংশয়ের নিরসন সামনে করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

[৭]. **রাসুল সা.-এর টুপি**

রাসুলুল্লাহ সা.-এর টুপি মাথার সঙ্গে লেগে থাকতো। এটাই অধিকাংশের মত ও সিদ্ধান্ত। তবে রাসুল সা. একেবারেই যে উঁচু টুপি ব্যবহার করেননি, তা নয়। কারণ, এ ব্যাপারেও হাদিসের বর্ণনা পাওয়া যায়।

তবে হ্যাঁ, তিনি যে ধরণের টুপিই পরতেন; তাতে তার মাথা মোবারক ঢেকে যেত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ﷺ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ فِي السَّفَرِ ذَوَاتِ الْآذَانِ وَفِي الْحَضَرِ الْمُضَمْضَرَةُ يَعْنِي الشَّامِيَّةَ

আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসুল সা. সফরে কানওয়ালা টুপি পরিধান করতেন এবং নিজ এলাকায় থাকা অবস্থায় মাথা ঢেকে যায়, এমন টুপি পরিধান করতেন। –*ইতহাফুস্ সাআদাহ, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৫৫* ==